গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১

নং- ২৮.০০.০০০০.০৩৬.২২.০০৬.১৯- ১৩৪

তারিখ: ০১/০৮/২০১৯

বিষয় : "প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমাল-২০১৯" প্রজ্ঞাপনটি ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৯ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। খসড়া নীতিমালার ওপর আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মতামত গ্রহণের জন্য এ বিভাগের ওয়েব সাইটে খসড়া নীতিমালাটি আপলোড করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত খসড়া নীতিমালাটির ওপর আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মতামত প্রদানের নিমিত্ত এ বিভাগের ওয়েব সাইটে খসড়া নীতিমালাটি আপলোডের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

০১.০৮.১৯

(মোঃ হাসানুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫৫৮১১৯

সিস্টেম এনালিষ্ট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

২য় খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নং- ২৮.০০.০০০০.০৩৬.২২.০০৬.১৯ তারিখ: ২০১৯

প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা-২০১৯

১। ভূমিকা:

গত এক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে জিডিপি'র ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশের মোট (প্রায় ২০,০০০ মে.ও.) উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬০% প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর। এ চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এছাড়া শিল্প, সার, গৃহাস্থালী ইত্যাদি খাতেও প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

দেশে বর্তমানে সরবরাহকৃত প্রায় ৩২০০ এমএমসিএফডি প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে দেশজ উৎপাদন প্রায় ২৭০০ এমএমসিএফডি। দেশে গ্যাসের চাহিদা পূরণে লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) আকারে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে এবং এলএনজি আমদানির পরিমান ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। উল্লেখ্য যে, আমদানিকৃত এলএনজি'র ব্যয় দেশজ সরবরাহকৃত গ্যাসের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী।

এ অবস্থায়, সরকারের ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে একদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাসের দেশজ সরবরাহের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হবে সেসব খাত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, জাতীয় পর্যায়ে গ্যাসের অর্থনৈতিক মূল্য (economic value) অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ/বরাদ্দ করা সমীচীন হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০৪১ সাল পর্যন্ত প্রণীত পরিকল্পনায় খাতভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শিল্প, বিদ্যুৎ ও সার খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি দক্ষতা, পণ্য উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানির উৎস, জাতীয় উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় রেখে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ও বরাদ্দ নির্ধারণ করা যৌক্তিক হবে।

এলএনজি আকারে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কাজেই বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মোকাবেলার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দেশে গ্যাস-নির্ভর যেসব খাত/প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় কিংবা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম সেসব খাত/প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এছাড়া, জাতীয় অর্থনীতিতে গুরত্বের বিবেচনায় খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকার

চিহ্নিকরণ, বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত শিল্পের পরিবর্তে পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত শিল্পকে অগ্রাধিকার ও প্ল্যান্ট/যন্ত্রপাতির দক্ষতার (efficiency) বিষয়সমুহ গ্যাস বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে। বাণিজ্যিক খাতে স্বল্প পরিমাণ গ্যাসের চাহিদা থাকায় এ খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নিরুৎসাহিত করতে হবে। তবে হাসপাতালের মতো জরুরী সেবা খাতে এ বিষয়টি শিথিলযোগ্য।

বিশ্বব্যাপী দিন দিন ইলেকট্রনিক, হাইব্রিড ও ব্যাটারি চালিত গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, সিএনজি সাধারণভাবে ছোট গাড়ীতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, অটোগ্যাসের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাড়ীতে সিলিন্ডার/আধার একবার রিফিল করলে অটোগ্যাস এর মাধ্যমে সিএনজির তুলনায় ৪/৫ গুণ বেশী দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। তাছাড়া, এলপিজি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও কম ঝুঁকিপূর্ণ জ্বালানি। তাই জ্বালানি বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে পরিবহন খাতে পর্যায়ক্রমে সিএনজি'র পরিবর্তে অটোগ্যাসকে উৎসাহিত করা যৌক্তিক।

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সার, বাণিজ্যিক, সিএনজি, চা বাগান ও গৃহস্থালী খাতে ব্যবহার করা হয়। সরবরাহের বিপরীতে দেশে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস ব্যবহার/বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়নের নির্দেশিকা হিসাবে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা "প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা-২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

৩। প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে:

৩.১) **বরাদ্দ অগ্রাধিকারের মানদন্ড:**

দেশে এলএনজি আমদানির ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার গুরুত্বের বিবেচনায় গ্যাস বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করা হবে।

৩.১.১) জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের ভিত্তিতে গ্যাস ব্যবহারকারী খাতসমূহের বরাদ্দের অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ করা হবে;

৩.১.২) শিল্প, বিদ্যুৎ ও সার খাতের প্ল্যান্ট/যন্ত্রপাতির জ্বালানির দক্ষতার (energy efficiency) আলোকে গ্যাসের বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

৩.১.৩) স্পেশাল ইকোনমিক জোন ও পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস বরাদ্দ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

৩.১.৪) দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে অদক্ষ ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে ফেজআউট করা হবে এবং বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ সীমিত করা হবে;

৩.১.৫) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ থাকার বিষয় বিবেচনা করা হবে;

৩.১.৬) পন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের জ্বালানি ব্যবহারের পরিবর্তে বিকল্প সুযোগ থাকলে তা বিবেচনায় নেয়া হবে।

৩.২) **গ্যাস বরাদ্দের অগ্রাধিকার ক্রম:**

অনুচ্ছেদ ৩.১ এ বর্ণিত মানদন্ডের আলোকে গ্যাস বরাদ্দের অগ্রাধিকার ক্রম হবে নিম্নরূপ। তবে বিদ্যুৎ ও ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে দেশে মোট গ্যাস সরবরাহের সর্বোচ্চ ৫০% এর মধ্যে সীমিত রাখা হবে।

১) শিল্প

২) সার

৩) বিদ্যুৎ

৪) ক্যাপটিভ পাওয়ার

৫) চা বাগান

৬) বাণিজ্যিক

৭) সিএনজি

৮) গৃহস্থালী

৩.৩) **সিস্টেম আধুনিকায়ন**

৩.৩.১) গ্যাস উৎপাদন, আমদানি, সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে আধুনিক মিটারিং সিস্টেম চালু করা হবে;

৩.৩.২) গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Enterprise Resource Planning (ERP)-সহ প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হবে;

৩.৩.৩) প্রতিটি বাল্ক ইউজার ও শিল্প কারখানায় নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে Electronic Volumetric Corrector (EVC) স্থাপন করা হবে;

৩.৩.৪) পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সকল গ্রাহককে মিটারের আওতায় আনা হবে।

৩.৪) **দক্ষ ব্যবস্থাপনা:**

৩.৪.১) বৃহৎ গ্যাস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানে এনার্জি অডিটিং সিস্টেম চালু করা হবে। এক্সটারনাল এনার্জি অডিট Sustainable & Renewable Energy Devlopment Authorits (SREDA) অনুমোদিত এনার্জি অডিট ফার্মের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে;

৩.৪.২) গ্যাস বরাদ্দের অগ্রাধিকার ক্রম অনুযায়ী শিল্প, বিদ্যুৎ, সার ও অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ খাতের জন্য বছর ভিত্তিক গ্যাস বরাদ্দের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হবে।

৩.৪.৩) বছরের বিভিন্ন সময়ে চাহিদার পার্থক্য বিবেচনায় এলএনজি আমদানী এবং গ্যাস সরবরাহের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হবে।

৩.৪.৪) বৃহৎ গ্যাস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সমঝোতার ভিত্তিতে পৃথক ট্যারিফ নির্ধারণপূর্বক স্পেশাল গ্যাস সেলস এগ্রিমেন্ট করা হবে।

৩.৫) **পলিসি ও রেগুলেটরি সহায়তা:**

৩.৫.১) আবাসিক, বাণিজ্যিক ও সিএনজি খাতে পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহের পরিবর্তে ব্যাপকভিত্তিতে এলপিজি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় রেগুলেটরী সাপোর্ট প্রদান করা হবে;

৩.৫.২) এনার্জি ইফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উৎসাহ প্রদানের জন্য আমদানি পর্যায়ে এবং গ্রাহক পর্যায়ে প্রণোদনা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৩.৫.৩) বাল্ক গ্যাস ব্যবহারকারীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরী করা হবে;

৩.৫.৪) বাস্তবতার আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকার গুরত্ব অনুযায়ী গ্যাস বরাদ্দের ক্রম পুনঃবিন্যাস/হালনাগাদ করা হবে।

৩.৬) **গ্যাস সেক্টরে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ:**

৩.৬.১) সরকারি গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৩.৭) সরকার সময় সময় এ নীতিমালা সংশোধন/হালনাগাদ করতে পারবে।

৪। নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা:

৫। এই নীতিমালার কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সচিব